ইমাম সমাজ জোরপূর্বক বিয়ের বিরোধী

সে যাহোক, আমাদের সমাজে এ ঘটনা এখনও ঘটেছে যার ফলে অনেক মূল্যবান জীবন নষ্ট হচ্ছে সভ্য সমাজে এ অবসহায় আমরা নীরবে বসে থাকতে পারি না

ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে মানব জীবনের এক বড় অধ্যায়। বিয়ে যেমন নতুন সম্পর্কের সৃষ্টি করে, তেমনি উভয়ের মাঝে অধিকার ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করে। বিয়ে এমন একটি বিষয় যা, জীবনে স্থিতিশীলতা ও সুখ শান্তি বয়ে আনে।

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে,

মহান আল্লাহর আশ্চর্য সৃষ্টি সমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গী সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তাদের প্রতি তোমারা আসক্ত হও এবং তিনি উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা ও করুণার জন্ম দিয়েছেন।এনিদর্শন নিশ্চয়ই তাদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা যারা চিন্তা করে।(৩০:২১)

জোরপূর্বক বিয়ে যেহেতু উল্লিখিত দয়া ও ভালোবাসার ধারনার পরিপন্থী, কাজেই তা ইসলামের পরিপন্থীও বটে। তা ছাড়া নবী(সঃ)জোরপূর্বক বিয়ে পছন্দ করতেন না।

বর্ণিত আছে বিবাহোত্তর এক মহিলা নবী(সঃ)এর নিকট উপস্থিত হয়ে জানায় যে, তার পিতা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দিয়েছেন, এতে নবী (সঃ) তাকে ইচ্ছা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়ার অনুমতি প্রদান করেন।(আবু দাউদ)

অন্য এক বর্ণনায় আয়েশা(রাঃ) বলেন যে, এক যুবতী তার নিকট এসে বলেন যে, **"তার পিতা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তার চাচাতো ভাইয়ের সাথে তাকে বিয়ে দিয়েছেন যা সে মেনে নিতে পারছেনা** (অর্থ তাকে বাধ্য করা হয়েছে)।আয়েশা(রাঃ) বলেন " নবী(সঃ) না আসা পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করো "। আল্লাহর দূত(সঃ)আসার পর তিনি মেয়েটির বিষয় অবহিত করলে নবী(সঃ) তার পিতাকে ডেকে পাঠান এবং মেয়েটিকে স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ দেন। মেয়েটি উত্তরে বলে **" হে আল্লাহর দূত, আমি আমার পিতার সিদ্ধান্ত মেনে নিলাম, তবে এ ব্যপারে অন্য মহিলাদের ক্ষেত্রে কী হওয়া উচিৎ তা প্রতিষ্ঠিত করাতে চেয়েছি "**(অর্থ, বিবাহের ব্যপারে পিতার বল প্রয়োগের কোন অধিকার নেই)।(আল-নাসা)

অনেক মাতাপিতা মনে করেন যে, তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোনো জনের সাথে বিয়ে দেয়ার অধিকার ইসলাম তাদের দিয়েছে। ইহা হলো ইসলামের সাথে সংস্কৃতির সাথে দ্বন্ধ।

জোরপূর্বক বিয়ে সম্মতির ভিত্তিতে বিয়ের চেয়ে ভিন্ন কারন, জোরপূর্বক বিয়েতে বর বা কনের উভয় পরিবারই তাদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন, কিন্তু সম্মতির ভিত্তিতে বিয়েতে বর বা কনে নিজেই বিয়ে করা বা না করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

মুসলিম হিসেবে আমাদের ইসলামিক আইন কানুন মেনে চলতে হয়, সাংস্কৃতিক চর্চা কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন তা ইসলামের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ন হবে । (কেবলমাত্র ইসলামের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক চর্চাই গ্রহণযোগ্য হবে)। সংস্কৃতি জোরপূর্বক বিয়ের অজুহাত হতে পারেনা। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সমাজের ওই সকল কুসংস্কার ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করা।

Solas Foundation & iSyllabus:
Shaykh Amer Jamil

Solas Foundation & iSyllabus:
Shaykh Ruzwan Mohammed

Aberdeen Mosque:
Imam Ibrahim Alwawi

Blackhall Mosque:
Maulana Sohail Ashfaque

Falkirk Islamic Centre:
Imam Sher Mohammed

Masjid Noor:
Maulana Mubassar Ashfaque

Masjid Al Farooq:
Maulana Mohammed Idrees

Perth Mosque:
Mufti Nabil Atchia

Islamic Academy of Scotland:
Maulana Ibrahim Musa

Madrassa Taleem ul Islam:
Maulana Mohammed Aslam

Masjid Al Furqan:
Maulana Tufail shah

Alloa Mosque:
Imam Abid Rasul

Masjid Anwar-e-Madina
(Livingston):
Imam Zeeshan Ashraf

Masjid Tajdar-e-Madina:
(Dundee)
Imam M. Asghar

Glasgow central Mosque:
Maulana Umair Malik

Edinburgh Central Mosque:
Imam Yahya Barry

Stirling Islamic Centre:
Maulana Mohammed Munir,
Maulana Mohammed Jamil

Islamic Society of Dumfries:
Mohammed Usman

Minhaj-ul-Quran (Glasgow):
Maulana Shahid

Jamia Islamia Mosque:
Imam Mohammed Saeed Siddiq

Zial Quran:
Shaykh Hassan Rabbani

Madrsassa Al-Arabia
Al-Islamia:
Maulana Ateeq-ur-Rahman

Dundee Central Mosque:
Imam Hamza ibn Abdurrahman

Inverness Masjid:
Imam Vali Hussen

Hazrat Sultan Bahu Trust
(Glasgow): Imam Abid Nazeer

Masjid Khzra:
Imam Mohammed Nadim

Lanarkshire Central Mosque:
Imam Abid-ur-Rahman

Dunfermline Islamic Centre:
Maulana Amanat Hussain sha

Anwar-e-Madina Mosque:
Saleem Irshad

Thanks to our Sponsors

The Scottish Government

marriage: it's your choice

WSREC
West of Scotland Regional Equality Council